দৈনিক সংবাদ

JUN. 24 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৩...

চাঁদ সুলতানা পুরস্কার প্রদান

শিক্ষা প্রসারে সরকারি বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান বলেছেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে চাঁদ সুলতানা বিশাল অবদান রেখেছেন। তার প্রণীত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে।

রোববার ঢাকা আহছানিয়া মিশন কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদ সুলতানা সাক্ষরতা পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে মিশনের ধানমন্ডির মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় মন্ত্রী একথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, সাক্ষরতা কর্মসূচি বেগবান করতে শুধু সরকার নয়; বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাসহ সকলকে সহযোগিতা করতে হবে। তিনি বলেন, প্রতিবছর শিক্ষাখাতে বাজেট বাড়ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা সবই বাড়ছে; কিন্তু শিক্ষার মানের উন্নতি হচ্ছে না। শিক্ষায় ফাঁকিবাজি, জোচ্চুরি বন্ধ হলেই শিক্ষার মানের উন্নতি হবে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর চেয়ারপারসন প্রফেসর জুবাইদা গুলশান আরার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দেলওয়ার হোসেন, দৈনিক 'সংবাদ'-এর বার্তা সম্পাদক সোহরাব হাসান, ইউনিসেফের শিক্ষা বিভাগের প্রধান ড. জেমস জেনিংস, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ মমতাজ জাহান, শাহনেওয়াজ খান। আলোচনাশেষে প্রথম চাঁদ সুলতানা সাক্ষরতা পুরস্কার-২০০১ পদকপ্রাপ্ত প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের উপ-পরিচালক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ আ. ন. স হাবীবুর রহমানের হাতে প্রধান অতিথি একটি ক্রেস্ট, নগদ ২৫ হাজার টাকা ও সনদপত্র তুলে দেন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা শাওয়াল খান 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপকরণ ঃ প্রেক্ষিত অতীত ও বর্তমান' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।